

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : চিত্তবৃত্তি ও বিভিন্ন প্রকার চিত্তবৃত্তি (Chittabritti and Different forms of Chittabritti)

চিত্তের বৃত্তিই হল চিত্তবৃত্তি। সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতির বিকার বুদ্ধি, অহংকার ও মন—এই তিনটি তত্ত্বকে যোগ দর্শনে 'চিত্ত' বলা হয়েছে। বৃত্তি শব্দটির অর্থ হল পরিণাম। চিত্তবৃত্তি বলতে বোঝায় বিষয়সম্বন্ধাৎ চিত্তস্যপরিণাম বিশেষা বৃত্তয়'। অর্থাৎ বিষয়ের সঙ্গে

চিত্তের বিষয়াকার

গ্রহণই হল চিত্তবৃত্তি

ইন্দ্রিয়ের সংযোগের ফলে চিত্ত সেই বিষয়ের আকার ধারণ করে। চিত্তের এই বিষয়াকারে পরিণতি বা আকার গ্রহণই হল চিত্তবৃত্তি। যেমন, যখন পটরূপ কোনও বিষয়ের সঙ্গে চিত্তের সংযোগ হয় তখন চিত্ত পটের আকার গ্রহণ করে বা চিত্তের পটাকার বৃত্তি হয়। একইভাবে বলা যায়, কোনও ধাতুকে গলিয়ে যে ছাঁচে বা যে পাত্রে ঢালা হবে গলিত ধাতু সেই পাত্র বা ছাঁচের আকার গ্রহণ করবে। একইভাবে চিত্তের সঙ্গে কোনও বিষয়ের সংযোগ ঘটলে চিত্ত সেই বিষয়ের আকার ধারণ করে—চিত্তের এই বিষয়াকার গ্রহণই হল চিত্তবৃত্তি। চিত্তবুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়। এই চিত্তবৃত্তির দ্বারা আত্মার বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ হয়। যদিও আত্মা স্বরূপত চৈতন্যস্বরূপ, আত্মার কোনও বিকার বা পরিণাম নেই তবুও চিত্তবৃত্তিতে প্রতিফলনের জন্যই আত্মাকে পরিণামী বা পরিবর্তনশীল বলে মনে হয়।

▣ যোগদর্শনে চিত্তবৃত্তির প্রকার

যোগ দর্শনে পাঁচ প্রকার চিত্তবৃত্তির উল্লেখ করা হয়েছে। এই পাঁচ প্রকার চিত্তবৃত্তি হল—
“প্রমাণ-বিপর্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়” (যোগসূত্র ১/৬)। প্রত্যেকটি চিত্তবৃত্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হল—

(ক) প্রমাণ : যথার্থ জ্ঞানকেই বলা হয় প্রমাণ। প্রমার করণকেই বলা হয় প্রমাণ বা যথার্থ জ্ঞানলাভের উপায়কে বলা হয় প্রমাণ। সাংখ্য দর্শনের মতো যোগ দর্শনও প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আগম বা শব্দ নামক তিনটি প্রমাণকে স্বীকার করে। যোগসূত্রেই উল্লেখ আছে
প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি (যোগসূত্র ১/৭)।

যোগশাস্ত্র মতে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বাহ্যবস্তুর সংযোগের ফলে চিত্তের যে বৃত্তি হল তাই হল প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা প্রত্যক্ষবৃত্তি। এই প্রত্যক্ষবৃত্তি দুপ্রকার : বাহ্য প্রত্যক্ষবৃত্তি এবং অন্তঃ বা মানস প্রত্যক্ষবৃত্তি। বাহ্যবস্তুর সঙ্গে যেমন ঘট বা পটের সঙ্গে 'চক্ষু' রূপ বহির্দ্রিয়ের সংযোগের ফলে চিত্তের যে বৃত্তি বা চিত্তের যে "ঘটজ্ঞান" বা "পটজ্ঞান" হয় তাই হল বাহ্য প্রত্যক্ষবৃত্তি। অর্থাৎ বাহ্যবস্তুর সাথে বহির্দ্রিয়ের সংযোগের ফলে ওই বাহ্যবস্তুর সম্পর্কে চিত্তের যে জ্ঞান বা বৃত্তি তাই হল বাহ্য প্রত্যক্ষবৃত্তি। আবার অন্তর্দ্রিয় মনের দ্বারা বিভিন্ন মানসিক অবস্থা, যেমন সুখ, দুঃখ, অন্যান্য অনুভূতির যে জ্ঞান বা বৃত্তি তাই হল অন্তর বা মানস প্রত্যক্ষবৃত্তি।

প্রত্যক্ষভূত বিষয়ের সাহায্যে অর্থাৎ হেতুর সাহায্যে অপ্রত্যক্ষভূত অর্থাৎ সাধ্যের যে বৃত্তি বা জ্ঞান তাই হল অনুমান বৃত্তি। যেমন, প্রত্যক্ষভূত ধূমের (হেতুর) সাহায্যে অপ্রত্যক্ষ ভূত বহির (সাধ্যের) যে জ্ঞান বা বৃত্তি তাই হল অনুমান বৃত্তি।

বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি বা আপ্তব্যক্তির বাক্যকে শ্রবণ করে শ্রবণকারীর চিত্তে যে জ্ঞান বা বৃত্তি হয় তাই হল আগম বৃত্তি বা শব্দ বৃত্তি।

(খ) বিপর্যয় : বিপর্যয় বলতে বোঝায় মিথ্যা জ্ঞানকে। বিপর্যয় সম্পর্কে যোগসূত্রে বলা হয়েছে 'বিপর্যয়ো মিথ্যা জ্ঞানম্' (যোগসূত্র ১/৮)। এই মিথ্যা জ্ঞান হল প্রাপ্ত জ্ঞান। কোনও বিষয়ের সঙ্গে যখনই ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটে তখন চিত্ত ওই বিষয়ের অনুরূপ না হয়ে অন্যরূপ বৃত্তি হয় এবং ওই বিষয় সম্পর্কে যে জ্ঞান হয় তা মিথ্যা জ্ঞান। এই মিথ্যা জ্ঞানই হল বিপর্যয়। যেমন—রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ক্ষেত্রে রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হল মিথ্যা জ্ঞান। রজ্জুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হওয়ার পর চিত্ত রজ্জু আকার গ্রহণ না করে সর্পের আকার গ্রহণ করে। চিত্তের এই সর্পাকার জ্ঞান বা বৃত্তিই হল মিথ্যা জ্ঞান। যোগ দর্শনে এই মিথ্যা জ্ঞানই হল বিপর্যয়।

(গ) বিকল্প : এমন অনেক শব্দ আছে যার অনুরূপ কোনও বস্তু বাস্তবে নেই। এই সব শব্দ শ্রবণ করার পর চিত্তে একপ্রকার বৃত্তি বা জ্ঞান হয়। চিত্তের এই বৃত্তি বা জ্ঞানই হল বিকল্প। এইজন্য যোগসূত্রে বলা হয়েছে 'শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ' (যোগসূত্র ১/৯) অর্থাৎ শব্দজ্ঞানানুপাতী এবং বস্তুশূন্য বিষয়ের জ্ঞানই হল বিকল্প। যোগ দর্শনে 'বিকল্প' হল শব্দাশ্রয়ী জ্ঞান যেখানে শব্দের অর্থ অনুসারে কোনও বস্তুই বাস্তবে নেই। যেমন, আকাশ-কুসুম, সোনার পাথরবাটি, শশশৃঙ্গ, বক্ষ্যাপুত্র ইত্যাদি শব্দগুলোর অর্থানুসারে কোনও বস্তুই বাস্তব জগতে নেই অথচ এই শব্দগুলো শোনার পর চিত্তের যে বৃত্তি বা জ্ঞান হয়, তাই হল বিকল্প।

(ঘ) নিদ্রা : যোগ দর্শনে নিদ্রাকে চিত্তবৃত্তি বলা হয়েছে। নিদ্রা হল সুষুপ্তি বা স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রা। নিদ্রাকালে 'কোনো জ্ঞানই হয় না' এমন জ্ঞান হয়ে থাকে। তাই নিদ্রাকালের জ্ঞান 'অভাব বিষয়ক জ্ঞান'। নিদ্রাকালে 'জ্ঞান নেই'—এই বোধও জ্ঞান। নিদ্রা অবস্থায় জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতা বা স্বপ্ন অবস্থার অভিজ্ঞতা — এই দুই অভিজ্ঞতার কোনওটিই থাকে না, তবে নিদ্রায় এই দুই অভিজ্ঞতার অভাবের জ্ঞান হয়। এইজন্য যোগসূত্রে নিদ্রা

সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'অভাব-প্রত্যয়-আলম্বনাবৃত্তিঃ নিদ্রা' (যোগসূত্র ১/১০)। জ্ঞানের অভাব বিষয়ক জ্ঞানই হল নিদ্রার অবলম্বন। নিদ্রাকালে জ্ঞানের অভাব বিষয়ক জ্ঞান বা বৃত্তি হয় বলে নিদ্রাকেও যোগ দর্শনে চিত্তবৃত্তি বলা হয়েছে। নিদ্রার সময় জ্ঞানের অভাব বিষয়ক বৃত্তিই হল নিদ্রাবৃত্তি। নিদ্রার সময় আমাদের জ্ঞানের-অভাব বিষয়ক জ্ঞান হয় বলেই নিদ্রাভঙ্গ হলে আমরা বলতে পারি নিদ্রার সময় আমার কোনও জ্ঞান হয়নি। 'জ্ঞানের অভাবও' জ্ঞান। তাই নিদ্রাকালে জ্ঞানের অভাবও একপ্রকার চিত্তবৃত্তি।

(ঙ) স্মৃতি : যোগশাস্ত্র মতে স্মৃতিও একপ্রকার চিত্তবৃত্তি। পূর্বে অনুভূত কোনও বস্তু বা বিষয়ের প্রতিরূপকে মনে ধরে রাখাকে বলে সংস্কার। আর এই সংস্কারের পুনরুজ্জীবনকেই বলা হয় স্মৃতি। যোগসূত্রে স্মৃতিকে বলা হয়েছে, 'অনুভূত বিষয় অসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ' (যোগসূত্র ১/১১)। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, অতীতে ঘট প্রত্যক্ষ করা হয়েছিল। সেই ঘটের যে জ্ঞান বা বৃত্তি তা প্রতিরূপ-আকারে বা সংস্কার হিসাবে মনে রয়েছে। পূর্ব-অভিজ্ঞতার ঘট এখন সামনে উপস্থিত নেই তবুও যদি সেই ঘটের পূর্ব সংস্কারের উদ্রেক হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ঘটাকার বৃত্তির উদ্রেক হবে। এখানে ঘটের অতীত অভিজ্ঞতার সংস্কারের জ্ঞান বা বৃত্তিই হল স্মৃতি। ঘট না থাকলেও ভবিষ্যতে অতীত অভিজ্ঞতার ঘটের সম্পর্কে জ্ঞান বা বৃত্তি হয় বলে স্মৃতিকে যোগ দর্শনে চিত্তবৃত্তি বলা হয়েছে।

যোগ দর্শন মতে চিত্তবৃত্তি পাঁচ প্রকার (প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি)। এই পাঁচ প্রকারের অতিরিক্ত কোনো চিত্তবৃত্তি নেই। সমস্ত চিত্তবৃত্তিই এই পাঁচ প্রকার চিত্তবৃত্তির অন্তর্গত।